

আরবমন্ডলী

শাহাদাত হোসেন

অহে প্রাচ্যের কলঙ্ক !
প্রাণহীন ধূসর বালুকাবাস,
পালে পালে প্রসবিছো
ঐশ্বর্য্যাক্ষ- প্রতিভাশূন্য, একেবারে বন্য
মনুষ্যগুনবিরহিত প্রাণীপাল ।
অবয়বে মনুষ্যাকারী - বটে হৃদয় নীঃসিমাধারী
ধরিত্রীর আর সব জাতী , ঠেকে তাদের কাছে পাতি ।
উল্লাসে নেচে উঠে এই হায়েনার পাল
ভেবে, আর সব মানবমন্ডল চলছে নিশ্চিত ভ্রান্তপথে
অপার মাতাল সম বিভ্রান্তির রথে ।

যেমনি করে শুষ্ক ধূসর লুহাওয়্যাবৃত তোমার মাটিতে
সাধ্য হয়না কোনো লতা তরু জন্মিতে
তেমনি তোমার মনভূমে
স্বচ্ছ যৌক্তিক ভাবনার স্রোত
কখনো নারিতে পারে উন্মিলিতে তার মুখ
বিশ্বকে হেরিতে বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতায় ।

ফুসরত নাহি তবে, এতটুকু ভাবে
আর সব মানবরাশী , কি প্রকিয়ায় এলো ভাসি
ঘটালো দীপ্ত পদচারনা হেথায় ।
কে নির্ধারিল তাদের জন্মস্থান
কেউবা বৌদ্ধ কেউবা মুসলমান
কেউ খ্রিস্টান, কেউ জপে পুরান ।

অথচ প্রকৃতি জননী
না - ভেদে এসব জন্ম- ভেদ কাহিনী
বিলিয়ে যাচ্ছে বায়ুজল আলো একত্রে
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপত্রে
জীবনধারণাবশ্যকী সব প্রপঞ্চ নিজ হস্তে ।

মধ্যপ্রাচ্য, বলতো,
কুপমুণ্ডকতার কতো গভীরে
আসন পেতেছো তুমি তিমিরনিবিরে
তারাহারা কোন নিঃসীম গভীর অন্ধকারে
অমানিশার চাদের মতো ঘুমিয়ে আছো অনালোকবিহারে!

এই যে বিশ্বময়, আধুনিক জ্ঞানের বিভাস্রোত বয়
প্লাবিছে হিন্দ, মায়ানমার, লঙ্কা, বাঙ্গালীস্থান
এর কোনো আলো, ভেদিতে নারে কালো
তোমার বর্মব্যসধান।
তুমি এখনো তেমনি আছো
সহস্রাধিক বছরের তিমিরান্ধকার থেকে
একটুও না এগিয়েছো।

হে স্বঘোষিত বীর!
আপন মুর্খ কোরানিক মৌলিকতায়
আত্মশিভর তুমি, মগজের তারে তোমায়
যৌক্তিকভাবনার কোনো রং দেখিতে না পায়
প্রথিবীর আর সব মানবকুল।

প্রমত্ত এক কবি জন্মেছিলো বঙ্গে -
নজরুল তার নাম।
তোমার স্তবে ছিল মুখর সে অপার
না যাচি না ধারি
উৎকষ অপকর্ষতার ধার ,
নির্বোধবালক সম
কবিতাবয়বী পদ্যের স্তম্ভ
উদগিরেছিলো স্বতঃসফুর্তে
তোমার স্ততিতে,
হয়তোবা বানিজ্যেক প্রনোদনায়।
উল্লাশে বাঙ্গালী মুসলমান, শুনে তার ধর্মের গান
বাতিল করে রবীনদ্রনাথ, জীবনানন্দ আর সুধীনদ্রনাথ
করেছে তাকে কবি জাতীয়
কেননা জাতী হিসেবে আমরা বড়ই অজাতীয়।

ইতিহাস তোমাকে কই
কোন সুরাপানে - মিশরসভ্যতার জয়গানে
আত্মহারা, মুখে তোমার ফুটেছিলো অজস্রখই?
প্রাচীন সভ্যতার জয়মালা
কোন অগভীর বিবেচনার ছেলেখেলায়
বিছিয়ে দিয়েছিলে ওদের পায়।

যাকিছুপাশবিতার দান,
শোচনীয়-প্রথা কুসংস্কার আর সত্যভান
সপ্তমসহস্রবৎসরের সভ্যতাধারী , নীলনদের সুধা পানকারী
আত্মিকরিছে সমস্ত, মানবিকতার পাঠ হয়নি তাদের হৃদয়স্ত
প্রেম দয়া সততা আর
যা কিছু মানবতার দান
বুমেরং হয়ে ফিরেগেছে বারংবার
ফুসরত হয়নি প্রবেশিতে অন্তরে তাদের।

হে আরব!
আর কতো বর্ষ, যাপিবে এমন বিমর্ষ
প্রাগৌতিহাসিক জীবনধারা
উঠো, হেরো, বিশ্বাধুনিকতার পথ ধরো।
বাচো, বাচবার চেষ্টা করো - আলোকিত হও, আলোকিত
করো
অন্ধকারে নিমজ্জিত যারা, ধর্মীয় বিভ্রান্তিকর বানীতে দিশেহারা
যাপিছে জীবন ভয়ের জলবায়ুতে
আর মিথ্যা আশ্বাসের হাতছানিতে
বেহেস্তনামক আষাড়ে গল্পের কল্পকাহিনিতে
ত্যাগি যাচ্ছে সুখকর সাধনা কামনা ভোগ
মুক্তি দাও এবার, দাও বাচবার অধিকার
ছলনার খেলা সাংগ করো এবার।
এখন সময় এসেছে সবার
ধার্মিক নয় মানুষ হবার।

Shahadat Hossain
E-mail: shahadat111@yahoo.com
<http://www.mukto-mona.com/Articles/shahadat>